দেবীপক্ষ--নবদুর্গা

নবদুর্গা

দেবী দুর্গার নয়টি ভিন্ন রূপ, যা নবদুর্গা নামেও পরিচিত, নবরাত্রি উৎসবের সময় শ্রদ্ধা ও পূজা করা হয়।

মা দুর্গার 9 টি রূপ।

1.শৈলপুত্রী
2.ব্রহ্মচারিনী
3.চন্দ্রঘণ্টা
4.কুশমণ্ডা
5.স্কন্দমাতা
6.কাত্যায়নী
7.কালরাত্রি
8.মহাগৌরি
9.সিদ্ধিদাত্রী

মাতৃদেবী নিজেকে সকল রূপে প্রকাশ করে এবং সকল নাম ধারণ করে। নবরাত্রি উদযাপন করা হচ্ছে মা দুর্গার নয়টি রূপ এবং প্রতিটি নামে একটি ঈশ্বরিক শক্তিকে বোঝায়ঃ । নয়দিনের অপার আনন্দ ও আনন্দের সমাপ্তি ঘটে, যা শুভ শক্তির বিজয়ের প্রতীক। নবরাত্রি উৎসবের মা দূর্গা দেবীর 9 টি ভিন্ন রূপকে উৎসর্গ করা হয় যা নব দুর্গা নামে পরিচিত।

****
*

দেবীপক্ষ:::আশ্বিনী শুক্লা প্রতিপদ

আশ্বিনী শুক্লা প্রতিপদ:: আশ্বিনী শুক্লা প্রতিপদ তিথি অর্থাৎ নবরাত্রির প্রথম দিনে মায়ের নবদূর্গার প্রথম নাম "শৈল্যপুত্রী "।

মা দুর্গার প্রথম রূপ শৈলপুত্রী পূজা করা হয় নবরাত্রির প্রথম দিনে। সাদা পোশাক পরিহিত মা শৈলপুত্রীর ডান হাতে ত্রিশূল এবং বাম হাতে পদ্ম। মায়ের কপালে শোভা পায় চাঁদ। এই নন্দী ষাঁড়ের উপর চড়ে সমগ্র হিমালয়ে বসে আছে। শৈলপুত্রী মা বৃষরুদা ও উমা নামেও পরিচিত। মা শৈলপুত্রী পাহাড় রাজা হিমালয়ের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যার

কারণে তিনি শৈলপুত্রী নামটি পেয়েছিলেন। দেবীর এই রূপকে সহানুভূতি ও স্নেহের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মা শৈলপুত্রী, যিনি কঠোর তপস্যা করেন, তাকে সকল জীবের রক্ষক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

পূজা পদ্ধতি: নবরাত্রির প্রথম দিন সকালে খুব ভোরে উঠে স্নান করার পর পরিষ্কার কাপড় পরুন। তারপর একটি চৌকিতে দেবী দুর্গার মূর্তি এবং কালাশ স্থাপন করুন। তারপর মা শৈলপুত্রীর ধ্যান করার পর উপবাসের সমাধান করুন। সাদা রঙের জিনিস মা শৈলপুত্রীর কাছে খুবই প্রিয়, তাই চন্দন-রোলি দিয়ে টিকার পর মায়ের প্রতিমাকে সাদা পোশাক এবং সাদা ফুল দেওয়া উচিত। এর সাথে সাদা রঙের মিষ্টির ভোগও মায়ের খুব পছন্দ। পরে শৈলপুত্রী মাতার কাহিনী আবৃত্তি করুন এবং দুর্গা সাপ্তসী পাঠ করুন। এর পরে দুর্গা চালিসা পাঠ করুন। পরে মায়ের আরতি করুন।

মা শৈলপুত্রীর মন্ত্র:
ওঁ দেবী শৈলপুত্র্যায় নম:।
বন্দে বাঞ্ছিতলাভায় চন্দ্রধাকৃতশেখরম।
বৃষরূধন শূলধরণ শৈলপুত্রনি যশস্বিনী।।
****

দেবীপক্ষ::::দ্বিতীয়া তিথি

দ্বিতীয়া তিথি: নবদূর্গার 2য় দিন -আজ মায়ের নবদূর্গার নাম "ব্রহ্মচারিনী "।

দেবী ব্রহ্মচারিণীর পূজা একজন ব্যক্তির দৃঢ়তা ত্যাগ, বিচ্ছিন্নতা, পুণ্য, সংযম বৃদ্ধি করে। জীবনের কঠিন সময়েও তার মন কর্তব্যের পথ থেকে বিচ্যুত হয় না। দেবী তার অন্বেষকদের অশ্লীলতা, দুর্ভাগ্য এবং ত্রুটি দূর করে। দেবীর কৃপায় সর্বত্রই সাফল্য ও বিজয়।
মা ভগবতীকে নবরাত্রির দ্বিতীয় দিনে চিনি দেওয়া উচিত, মা চিনি পছন্দ করেন। শুধু চিনি ব্রাহ্মণদের দান করা উচিত। এটা বিশ্বাস করা হয় যে এটি করলে দীর্ঘায়ু হয়। তাদের পূজা করলে তপস্যা, ত্যাগ, পুণ্য ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়।
ব্রহ্মচারিনী দেবীর পূজা হয় নবরাত্রির দ্বিতীয় দিনে। দেবী ব্রহ্মচারিণীর রূপ ভাস্বর। মা দুর্গার নয়টি শক্তির মধ্যে এটি দ্বিতীয়। তাপসচারিনী, অপর্ণা এবং উমা তার অন্য নাম।
দেবী ব্রহ্মচারিণীর পূজা করার সময় প্রথমে তার হাতে একটি ফুল নিয়ে তার ধ্যান করুন। প্রার্থনা করার সময় নিচের মন্ত্রটি পাঠ করুন।

"দাধানা করপদ্মভ্যমাক্ষমালকমণ্ডলু। দেবী প্রসিদাতু ময়ি ব্রহ্মচারিণ্যুত্তমা ||"
যা দেবী সর্বভূতেষু মা ব্রহ্মচারিনী রূপেন প্রতিষ্ঠিতা ।
নমস্তস্য নমস্তস্য নমস্তস্য নমো নম।

****
***

দেবীপক্ষ::::তৃতীয়া তিথি

তৃতীয়া তিথি : নবদুর্গার 3য় রূপের - মায়ের নবদুর্গার নাম "চন্দ্রঘন্টা "।

মা চন্দ্রঘণ্টার রূপ খুবই কোমল। মা সুগন্ধি পছন্দ করে। তার বাহন সিংহ। তার দশটি হাত আছে। প্রতিটি হাতে বিভিন্ন অস্ত্র আছে। তারা রাক্ষসী শক্তি থেকে রক্ষা করে। যারা মা চন্দ্রঘণ্টা পূজা করে তাদের অহংকার নষ্ট হয়. এবং তারা সৌভাগ্য, শান্তি এবং বৈভব পায়।
মা দুর্গার তৃতীয় রূপের নাম চন্দ্রঘণ্টা। তার মাথায় একটি ঘন্টার আকৃতির অর্ধচন্দ্র রয়েছে, এজন্য তাকে চন্দ্রঘণ্টা বলা হয়। মা চন্দ্রঘণ্টা সিংহের উপর বসে আছেন। দেবী চন্দ্রঘণ্টা দেবীর রূপ স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল। মাতৃদেবীর দশটি বাহু এবং দশটি হাতে একটি ছুরি এবং একটি তীর রয়েছে। মা চন্দ্রঘণ্টার গলায় সাদা ফুলের মালা আছে।
মা চন্দ্রঘণ্টা পূজার মাধ্যমে, মা ভক্তদের সমস্ত পাপ দূর করে এবং তার কাজের পথে যে বাধা আসে তা ধ্বংস করে। মা চন্দ্রঘণ্টা সিংহের উপর আরোহণ করছেন, তাই যিনি তাঁর পূজা করেন তিনি পরাক্রমশালী এবং নির্ভীক হন। অর্ধচন্দ্র মা চন্দ্রঘণ্টার কপালে শোভিত, তাই তাঁর পূজা করলে প্রকৃতিতে নম্রতা আসে না, বরং মুখ, চোখ এবং সারা শরীরে তেজ বৃদ্ধি পায়। যাদের দুর্বল চিত্ত তারা এই পুজো থেকে বিশেষ আত্মবল প্রাপ্ত হয় ।
মন্ত্র:
পিন্ডজপ্রভাররুদা চণ্ডকোপস্ত্রকার্যুত।
প্রসাদম তনুতে মহা চন্দ্রঘনতেতি বিশ্রুতা।

****

দেবীপক্ষ::::চতুর্থী তিথি

চতুর্থী তিথি : নবদুর্গার 4য় রূপের - মায়ের নবদুর্গার নাম "কুশমণ্ডা "।
আজ নবরাত্রির চতুর্থ দিন। নবরাত্রির চতুর্থ দিনে দেবী কুশমণ্ডা দেবীর পূজা করা হয়।

মা কুশমণ্ডার আটটি বাহু রয়েছে। তাঁর সাত হাতে যথাক্রমে কমণ্ডল, ধনুক তীর, পদ্ম-ফুল, অমৃত-ভরা কলস, চক্র এবং গদা রয়েছে। অষ্টম হাতে একটি জপমালা আছে যা সমস্ত সিদ্ধি এবং বিদ্যা প্রদান করে। সিংহ তার পরিবহন।
যে কোনো ব্যক্তি কর্ম যোগী জীবন অবলম্বন করে দ্রুত আত্মউন্নতি করতে অনুপ্রাণিত করে। তার মিষ্টি হাসি আমাদের জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করে এবং সবচেয়ে কঠিন পথে হেঁটে সাফল্য অর্জন অনুপ্রাণিত করে । মায়ের দিব্য রূপের ধ্যান, আমাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রদান করে, আমাদের বুদ্ধি জাগ্রত করে এবং আমাদের বুদ্ধিকে

যথাযথ ও মহৎ কাজে নিয়োজিত করতে অনুপ্রাণিত করে।
প্রথমে, তাকে মায়েরে ধ্যান মন্ত্র পাঠ করে আহ্বান করা হয় এবং তারপর উৎস মন্ত্র দিয়ে তাকে পূজা করা হয়। এর পরে আসে পূজার মন্ত্রেরে পালা। আসুন আমরা আপনাকে এই মন্ত্রটি ক্রমানুসারে বলি:

সুরা সম্পূর্ন কালশাম হয়ধরিপ্লুটমভো চ।
দঘানা হস্তপদ্মভায়াম কুশমণ্ডা শুভকামনায়।
****
**

দেবীপক্ষ::::পঞ্চমী তিথি

পঞ্চমী তিথি: নবদুর্গার পঞ্চম রূপেরে - মায়েরে নবদুর্গার নাম "স্কন্দমাতা"।

নবরাত্রির পঞ্চম দিন। নবরাত্রির পঞ্চম দিনে "দেবী স্কন্দমাতা" পূজা করা হয়।
পঞ্চম নবরাত্রি, দেবী স্কন্দমাতা ভক্তদেরে সমস্ত ইচ্ছা পূরণ করে।
মা স্কন্দমাতাকে যব-বাজরা দেওয়া হয়., কিন্তু শারীরিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে মাকে কলা দিন। স্কন্দ কুমার কার্তিকেয়ের মায়েরে কারণে তার নাম স্কন্দমাতা। ভগবান স্কন্দ শিশু কোলে তার কোলে বসে আছেন। মায়েরে চারটি বাহু, যার দুই হাতেই পদ্ম ফুল ধরে আছে। দেবী স্কন্দমাতা এক হাতে কার্তিকেয়কে কোলে ধরে আছেন এবং অন্য হাতে তিনি তাঁর ভক্তদেরে আশীর্বাদ দিচ্ছেন।
স্কন্দমাতার মন্ত্র: -
দেবী সর্বভূতেষু মা স্কন্দমাতা রূপেনো প্রতিষ্ঠান।
নমস্তস্য নমস্তস্য নমস্তস্য নমো নমো।
অথবা
সিংহাসনগীত নিত্যম পদ্মশ্রিতকারদ্বয়।
শুভদস্তু সদ দেবী স্কন্দমাতা যশস্বিনী
ওম দেবী স্কন্দমতাই নম:।

****
*****

দেবীপক্ষ::::ষষ্ঠী তিথি

ষষ্ঠী তিথি: নবদুর্গার ষষ্ঠ রূপেরে - মায়েরে নবদুর্গার নাম "কাত্যায়ণীমাতা "।

নবরাত্রির ষষ্ঠ দিন। নবরাত্রির ষষ্ঠ দিনে "দেবী কাত্যায়ণী" পূজা করা হয়।

এই দিনে যারা মায়ের পুজো করেন তারা উপযুক্ত বর পান। মা কাত্যায়নীকে শত্রু এবং ঝামেলা মুক্ত বলে মনে করা হয়। বলা হয়ে থাকে যে, দেবীই অসুরদের থেকে দেবতাদের রক্ষা করেছিলেন। মা মহিষাসুরকে হত্যা করেছিলেন এবং তার পরে শুম্ভ এবং নিশুম্ভকেও হত্যা করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, নয়টি গ্রহও তাদের বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়েছিল। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে স্নান করুন এবং সমস্ত রুটিন কাজ থেকে অবসর নিন।

প্রথমে গণেশ পূজা করুন। তারপর একটি চৌকিতে দেবীর মূর্তি বা মূর্তি স্থাপন করুন। তারপর একটি ফুল হাতে নিন এবং নিম্নলিখিত মন্ত্রটি জপ করুন।

"দেবী সর্বভূতেষু শক্তির প্রতিষ্ঠান। নমস্তস্য নমস্তাসায় নমস্তস্য নমো নম:।।
কাত্যায়নী মহামায়, মহাযোগিনীধীশ্বরী। নন্দগোপসুতম দেবী, পতি মে কুরু তে নম:।।
চন্দ্র হাসোজ্জ ভালকার শার্দুলভার বাহন। কাত্যায়নী শুভনাদ্যা দেবী দানব ঘাতিনী।।"

চন্দ্র হাসোজ্জ ভালকার শার্দুলভার বাহন। কাত্যায়নী শুভনাদ্যা দেবী দানব ঘটিনী।"

এর পর, মায়ের পায়ে ফুলটি অর্পণ করুন। তারপর দেবীকে লাল কাপড়, হলুদ, 3 হলুদ ফুল, ফল, নৈবেদ্য ইত্যাদি নৈবেদ্য দিন।এর পরে দুর্গা চালিসা পাঠ করুন। মায়ের মন্ত্র জপ করুন এবং আরতি পাঠ করুন।মা কাত্যায়নীকে মধু অর্পণ করুন। এতে মা খুশি হন। এই দিনে মাকে লাল ফুল দিন।

****

দেবীপক্ষ::::সপ্তমী তিথি

সপ্তমী তিথি :: নবদুর্গার সপ্তম রূপের - মায়ের নবদুর্গার নাম "মাতা কালরাত্রি"।

নবরাত্রির সপ্তম দিন। নবরাত্রির সপ্তম দিনে "দেবী কালরাত্রি" পূজা করা হয়।

মা কালরাত্রিকে বলা হয় যন্ত্র, মন্ত্র ও তন্ত্রের দেবী। বলা হয়ে থাকে যে, দেবী দুর্গা রক্তবীজ দানবকে বধ করার জন্য তাঁর তেজে দিয়ে কালরাত্রি সৃষ্টি করেছিলেন। ভূত, ভূত, অসুর, অসুর এবং সমস্ত অসুর শক্তি তাদের নামের নিছক উচ্চারণ থেকে পালিয়ে যায়।
তিনি সবসময় শুভ ফল দেন। এজন্য তার একটি নামও শুভ।

তাদের গায়ের রং কালো। মা কালরাত্রি গলায় নরমুণ্ডের মালা আছে। কালরাত্রির তিনটি চোখ এবং তার চুল খোলা। মা গর্দভ (গাধা) চড়েছেন। মায়ের চার হাত, এক হাতে ছুরি আর এক হাতে লোহার কাঁটা।

মায়ের পূজার জন্য লাল রঙের পোশাক পরা উচিত। মকর এবং কুম্ভ রাশির মানুষকে অবশ্যই কালরাত্রি পূজা করতে হবে। আপনি যদি সমস্যায় থাকেন, তাহলে দেবীকে সাত বা একশো লেবুর মালা অর্পণ করুন। সপ্তমীর রাতে তিল বা সরিষার তেলের অখণ্ড শিখা জ্বালান। সিদ্ধিকুঞ্জিকা স্তোত্র, অর্গলা স্তোত্রম, কালী চালিসা, কালী পুরাণ পাঠ করতে হবে। যতদূর সম্ভব, এই রাতে পুরো দুর্গা সপ্তশতী পাঠ করুন।

মাতা কালরাত্রির মন্ত্র:...........
"জয়ন্তী মঙ্গল কালী ভদ্রকালী কাপালিনী।
দুর্গা ক্ষমা শিব ধাত্রী স্বাহা স্বাধ নমোস্তু তে।
জয় ত্বম দেবী চামুণ্ডে জয় ভূতারতিহারিনী।
জয় সর্বগতে দেবী কালরাত্রি নমোস্তু তে।"

****

দেবীপক্ষ::::অষ্টমী তিথি

অষ্টমী তিথি: নবদূর্গার অষ্টম রূপের - মায়ের নবদূর্গার নাম "মাতা মহাগৌরী "।

নবরাত্রির অষ্টম দিন। নবরাত্রির অষ্টম দিনে "দেবী মহাগৌরীর " পূজা করা হয়।

পুরাণ মতে, তাঁর দীপ্তিতে সমগ্র বিশ্ব আলোকিত। দুর্গা সপ্তশতীর মতে, শুম্ভ নিশুম্ভের কাছে পরাজিত হওয়ার পর, দেবতারা গঙ্গা নদীর তীরে তাদের সুরক্ষার জন্য দেবী মহাগৌরীর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। শারীরিক ক্ষমতার বিকাশের পাশাপাশি মায়ের এই রূপের পূজা করলে মানসিক শান্তি বাড়ে। মায়ের এই রূপকে অন্নপূর্ণা, জ্ঞানপ্রদিনী, চৈতন্যময়ীও বলা হয়।
মহাগৌরীর পূজার পদ্ধতি:

এদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে স্নান করে পরিষ্কার কাপড় পরুন। এর পরে একটি কাঠের চৌকি নিন এবং তার উপর একটি মূর্তি বা ছবি প্রতিষ্ঠা করুন। তাকে ফুল উপহার দিন এবং মায়ের ধ্যান করুন। তারপর মায়ের সামনে একটি প্রদীপ জ্বালান। তারপর মাকে ফল, ফুল এবং নৈবেদ্য অর্পণ করুন। এই দিনে মাকে নারকেল দেওয়া হয়। এই দিনে কন্যা পূজার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।মায়ের আরতি করুন এবং মন্ত্র জপ করুন।
এই দিনে কুমারী কন্যা পূজা হয়। এই দিনে নয়টি মেয়ে এবং একটি ছেলের পূজা করা হয়। তাদের বাড়িতে ডাকা হয় এবং খাওয়ানো হয়। মেয়ে এবং শিশুদের তাদের সামর্থ্য

অনুযায়ী উপস্থাপন করা উচিত। তারপর তাদের পা স্পর্শ করে আশীর্বাদ নিন এবং তাদের বিদায় করুন।

পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে, মা পার্বতী ভগবান শিবকে স্বামী হিসেবে পেতে এবং শিবকে স্বামী হিসেবে পেতে তার পূর্বজন্মে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। মা যখন শিবকে তার স্বামী হিসেবে পাওয়ার জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন, তখন মা গৌরীর দেহে ধুলো -মাটি দিয়ে ঢাকা হয়ে গিয়ে ছিল। এর পর, ভগবান শিব গঙ্গাজল দিয়ে মায়ের দেহে ধুয়ে দিয়েছিলেন । তারপর গৌরীর দেহে উজ্জ্বল ও দীপ্তিময় হয়ে উঠল। তারপর তিনি দেবী মহাগৌরী হিসাবে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

মা মহাগৌরীর মন্ত্র:

বন্দে কাম্যার্থে কামারথে চন্দ্রগৃক্ত শোখরাম।
সিংহরুধা চতুর্ভুজ মহাগৌরী যশস্বনীম
পূর্ণান্দু নিভানা গৌরী সোমচক্রাসতিম অষ্টম মহাগৌরী ত্রিনিট্রম।
ভারভতিকিরণ ত্রশিুল দামরুধরম মহাগৌরী ভজমে।
পাতম্বর পরচ্ছিদ মৃদু নানালঙ্কার ভূষতিম।

****

দেবীপক্ষ::::নবমী তিথি

নবমী তিথি : নবদুর্গার নবম রূপের - মায়ের নবদুর্গার নাম "মাতা সিদ্ধিদাত্রী "।

নবরাত্রির নবম দিন। নবরাত্রির নবম দিনে "দেবী সিদ্ধিদাত্রী " পূজা করা হয়।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনুসারে, অনিমা, মহিমা, গরিমা লঘিমা, প্রাপ্তি প্রকাম্য, ঈশিত্ব এবং বশিত্ব নামে আটটি সিদ্ধি আছে। এসবের দাতা সিদ্ধিদাত্রী মাতা হিসেবে বিবেচিত। নবরাত্রিতে নবমীর দিনে তাদের আহ্বান করা হয়, ধ্যান করা হয় এবং পূজা করা হয়। দেবী পুরাণ অনুসারে, ভগবান শঙ্কর তাঁর পূজা করে সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। যার কারণে তার শরীরের অর্ধেকটা হয়ে গিয়েছিল একজন নারীর। এই কারণে শিব অর্ধনারীশ্বর নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

সিদ্ধিদাত্রীর চারটি বাহু, ডান দুই বাহুতে একটি গদা এবং একটি চক্র এবং বাম দুই বাহুতে একটি পদ্ম এবং একটি শঙ্খ রয়েছে। তার মাথায় সোনার মুকুট এবং গলায় সাদা ফুলের মালা। তিনি পদ্মের উপর বসে আছেন এবং কেবল মানুষই নয়, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, যক্ষ, দেবতা এবং অসুররাও তাঁর পূজা করেন। নবরাত্রি-র নবমীর দিন তার পূজা করা হয়, যাতে পৃথিবীর সব জিনিস সহজে এবং সহজে পাওয়া যায়। বলা হয়ে থাকে যে, সিদ্ধিদাত্রীর পূজা করলে ভক্ত ও অনুষেীদের সকল প্রকার জাগতিক, অতীত কামনা পূর্ণ হয়। মা

Published on: Oct, 29 2022 12:35

সদ্ধিদাত্রী, যিনি সহজেই সন্তুষ্ট, নবদুর্গদের মধ্যে সর্বশেষ।
নবরাত্রির শেষ দিনে, দেবী দুর্গা -র নবম শক্তি এবং যিনি ভক্তদের সকল প্রকার সাধন দান করেন, তাদের দেবী সদ্ধিদাত্রীর পূজা করার নিয়ম রয়েছে। শাস্ত্রীয় আচার অনুযায়ী অন্যান্য আটটি দুর্গাকে পূজা করার সময়, ভক্তরা দুর্গাপূজার নবম দিনে তাদের পূজা করে।

নবরাত্রির শেষ দিনে তাদের পূজায় এই মন্ত্রগুলি জপ করতে হবে:------

সিদ্ধা গন্ধর্ব যজ্ঞাদির সুরার মরপি, সোমান সর্বদা ভূয়াত সিদ্ধি সিদ্ধি দায়িনী ।
অথবা
যা দেবী সর্বভূতেষু মা সিদ্ধিদাত্রী রূপেন প্রতিষ্টিতা ।
নমস্তস্য নমস্তাসায় নমস্তস্য নমো নমঃ।

Published on: Oct, 29 2022 12:35